আসল চেহারা

বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোড়ল। অবশ্য মাঝে মাঝে হঠাৎ তার সর্বশেষ অন্তর্বাসটাও খুলে পড়ে যায়, এই যা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ক্যাটরিনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একদিকে অজস্র মৃত্যু, অসহায় মানুষের আর্তচিৎকার, আশ্রয়কেন্দ্রের দুরবস্থা, ধর্ষণ, লুটপাট; অন্যদিকে বুশ প্রশাসনের 'দেখামাত্র গুলির নির্দেশ' কী নির্মম বাস্তবতা! একদিকে ইরাক যুদ্ধে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচা। অন্যদিকে নিজের নারী-শিশুদের রক্ষার ব্যর্থতা। বিশ্ব-দানব যুক্তরাষ্ট্র ধনী, শিল্পোন্নত, শক্তিধর বিরাট দেশ হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই সভ্য দেশ নয়। বার বার দিগম্বর হয়ে সে হয়তো এখন ভাবছে, এরচেয়ে স্থায়ীভাবে জন্মদিনের পোশাকেই থাকা ভালো এবং এটাই তাদের প্রকৃত চেহারা।

বেলাল বাঙালি
কাঁটাবন, ঢাকা

সততার শাস্তি!

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তাদের এক মেধাবী ছাত্রকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। নাজমুল ইসলাম ভুঁইয়া শান্তর অপরাধ তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেশে কি এ রকম কোনো আইন আছে যে, পুরস্কার না নিলে জেলহাজতে যেতে হবে! নাজমুল অনার্স ফাইনালে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু তার মন বিষিয়ে ছিল অন্যায়ভাবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেখানে তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। সেখানে দেখা গেল তাকে ও প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম স্থান অধিকারীকে বাদ দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে নবম স্থান অধিকারীকে। যিনি (বাকৃবি)-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মেয়ে। বাকৃবি উপাচার্যের ছেলেও প্রভাষক পদের নিয়োগ পেয়েছেন। মেধা নয় বা প্রথম, দ্বিতীয় নয়- পিতার পদ ও পরিচয়ই তাদের একমাত্র যোগ্যতা। এই চরম অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। নাজমুল সেই কাজটিই করেছেন। এ স্পষ্টবাদিতার জন্য নাজমুলকে ধন্যবাদ। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ, বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট

প্রয়োজন ঐক্য

কোনো ঘটনা ঘটলে তদন্তের আগে কাউকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। কিন্তু ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী যারা বোমা হামলা চালিয়েছে, তারা লিফলেটের মাধ্যম এর দায় স্বীকারও করে নিয়েছে। তারপরও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছে। সরকারদলীয় জোটের দুটি শরিক দল সেই বোমা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কিছু করতে দিচ্ছে না সরকারকে। 'কোনো দলের জন্য দেশ নয়, দেশের জন্য দল।' দেশের ভাবমূর্তি, দেশের অর্থনীতি সর্বোপরি দেশকে রক্ষার জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আজকে ঐক্যবদ্ধ না হলে আমরা কেউ অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ধিক্কার জানাবে। আমরা কি তাই চাই!

ফাহিম আজাদ
পুলিশ লাইন রোড,
বোর্ড বাজার, গাইবান্ধা

নেতারাই দায়ী...

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী এবং সামরিক শাসন বিষয়ে দেয়া হাইকোর্টের একটি রায় আচমকা ঝড় বইয়ে দিল। এর ফলে সামরিক শাসনকে নিরুৎসাহিত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। পাশাপাশি এরশাদ শাসনামল নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু কেউ কি একবারও ভেবে দেখেছেন, সামরিক শাসন দেশে কেন আসে? অবশ্যই গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার জন্য। পাকিস্তান এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বাংলাদেশ কি সে পথে এগিয়ে যাচ্ছে না? কেন আজ দেশে কোনো গোলমাল হলে বড় দলগুলো একে অন্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে? দুর্নীতি, লুটপাট, অবৈধ উপার্জন এ দেশের কোন দলের নেতারা করেননি? গণতান্ত্রিক অধিকার কাজে লাগিয়ে আর বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না। কারণ আওয়ামী লীগ-বিএনপি প্রত্যেককে দেশের মানুষের চোখে দেখা হয়ে গেছে। যত শক্তিশালী সরকারই হোক না কেন, জনসমর্থন না থাকলে খুঁটি নড়বড়ে হবেই। জনতার শক্তির চেয়ে এ ক্ষেত্রে বড় আর কিছুই থাকে না। সেই জনগণ যদি ত্যক্তবিরক্ত হয়ে সামরিক শাসনকে স্বাগত জানায়, তখন কোনো মামলার রায়ের উদ্ধৃতি ধোপে টিকবে না। অদূর ভবিষ্যতে যদি এ দেশে সামরিক সরকার গঠিত হয়, তবে তার জন্য লোভ-লালসা আর প্রতিহিংসার রাজনীতি তথা নেতারাই দায়ী থাকবেন বলে মনে করি।

আরিফ
ছদাহা মিয়াবাড়ী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

আর নয় মাদক

নেশা এমন একটা রোগ যা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সব স্তরের মানুষকে আক্রান্ত করছে। একটার পর একটা প্রতিবেদন তুলে ধরা হচ্ছে কিন্তু এতে কি কোনো লাভ হচ্ছে? কী করছে দেশের সরকার? সব স্তরের মানুষকে এর সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু দেশের সব স্তরের মানুষ যখন এগিয়ে আসছে তখন সরকার কেন সাহায্য করছে না? সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদক যখন এতো স্পট চিহ্নিত করতে পারলো, এই স্পট নিয়ন্ত্রণকারী মাদকসম্রাজ্ঞীদের ব্যাপারে আইনের রক্ষকরা কী করছে? মানছি তারা হয়তো কোনো কারণে এসব তথ্য জোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু এখন তো তাদের সামনে সব তথ্য পরিষ্কার। তারা তো সহজেই অ্যাকশন নিতে পারে। কিন্তু তারা কি সত্যিই অ্যাকশন নেবে, না শুধু মানুষ দেখিয়ে মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করে পরে ছেড়ে দেবে? আমরা দেশের আইনরক্ষাকারীদের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেতে চাই। তারা যেন মাদক ব্যবসায়ীদের অবহেলা না করে।

বন্নি
রাজারহাতা, রাজশাহী

প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণ

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অনেক অনুষ্ঠান করা হলেও বাস্তব অর্থে তারা আশানুরূপ সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধীকে সমানভাবে উৎসাহিত করা হয় না। যেমন গত ১৯৯৯ সালের নর্থ ক্যারোলিনা আমেরিকান অলিম্পিকে ৭ হাজার ৫০০ প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণ করেছিল। এ পর্যন্ত যতগুলো প্রতিবন্ধী অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে ১৯৯৯ সালের অলিম্পিকে জাকিয়া তিনটি সোনা জিতেছে। যেটা কোনো প্রতিবন্ধীর সৌভাগ্য

হয়নি। প্রথমে জাকিয়াকে নিয়ে খুব হইচই হলো, সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে রেডিও, টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার এবং সংবাপত্র ও ম্যাগাজিনে তার ছবি, হঠাৎ করে সব বন্ধ হয়ে গেল। জাকিয়া সেখানে অনুপস্থিত। অথচ কম সোনা পাওয়া প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাকা হচ্ছে। জাকিয়াকে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করা উচিত ছিল, নাকি তার কথা ইচ্ছা করে মনে করা হচ্ছে না। আমার পরামর্শ, এদের মেডেল না দিয়ে এককালীন অর্থ প্রদান করলে পারিবারিক দিক দিয়ে এদের সুবিধা হয়। কারণ এসব প্রতিবন্ধীকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, পরিবারকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করে প্রচুর খরচ করে এদের সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম, ঐ বিভাগ থেকে দু-একজন নতুন ব্যতীত জাকিয়ার সঙ্গের সব প্রতিবন্ধীকে আমেরিকান প্রতিবন্ধী অলিম্পিকে পাঠানো হচ্ছে। কারণ তারা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের আত্মীয়স্বজন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম, বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসতো প্রতিবন্ধীদের চাকরি দিয়ে সহায়তা করার জন্য, সেটা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণে অর্থ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সামাজিক উন্নয়ন আমাদের নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব- এই মনোভাব নিয়েই সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। এ ব্যাপারে আমি সমাজকল্যাণ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সৈয়দা নাজমা আহমেদ কনা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবাদের ভাষা

পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাই দুর্নীতি, খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ আরো কতো কী? কিন্তু এর কিছু কিছু ঘটনা আমাদের মাঝে আশার আলো জাগায়। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। দেশ, পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হলেও এখনো কিছু মানুষ আছে যারা অপকর্মের প্রতিবাদ করে। তেমনি কাজ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র নাজমুল ইসলাম ভুঁইয়া (শান্ত)। শিক্ষামন্ত্রীর সামনে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শান্তকে সাধুবাদ। তাকে ধন্যবাদ। ঠিক এভাবে যদি মেধাবী ছাত্ররা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও প্রতিবাদ করতে শিখবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে যোগ্যতা নয়, দলী প্রীতি ও স্বজনপ্রীতিই প্রধান। তাই শান্তকে ধন্যবাদ এভাবে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করার জন্য। সেই সঙ্গে সব ছাত্রছাত্রীকে আহ্বান জানাই তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

শিবলী সুহান লিপু
ভিএইড রোড, গাইবান্ধা

Dch³ kw¯ PvB

বেশ কিছুদিন ধরে চলছে ভেজাল বিরোধী অভিযান। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। যদিও কুম্ভকর্ণের ঘুম অনেক দেরিতে ভেঙেছে! তবুও এ অভিযান যে সত্য উন্মোচন করেছে তা লোমহর্ষক। তাহলে কী খেয়েছি আমরা এতোদিন? হোটেল, রেস্টুরেন্টে কখনো খায়নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। নোংরা, পচা, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার আমরা প্রায় প্রতিদিনই খেয়েছি এবং বেঁচে আছি। অনেক নামিদামী হোটেল, রেস্টুরেন্টও আমাদের পচা ও ভেজাল খাবার খাইয়েছে। আমি রাস্তার পাশের নিম্নমানের হোটেলগুলোর দোষ দেই না। কারণ তারা তো নিজেদের সেরা বা ক্রেতা স্বার্থের কথা বলছে না। কিন্তু সেসব মুখোশধারী যারা নিজেদের 'মানসম্মত' (!) বলে দাবি করছে বা করে অথচ প্রতারিত করছে সাধারণ মানুষকে তাদের শাস্তি দাবি করছি। হেলভিসিয়া, সুইস, মুসলিম সুইটস-এর মতো দোকানগুলো বন্ধ করে দেয়া উচিত। তাহলেই তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে। তবে এ ধারা অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশাও রইলো।

সাইফ পরাগ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
E-mail saief14@yahoo.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

জনপরিবহন

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী হ্যাপীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা দেশবাসী মর্মাহত হয়েছিলাম শুধু তাই নয়, এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশ ও ছত্রদল ক্যাডারদের হাতে ছাত্রছাত্রীরা লাঞ্ছিতও হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি অবাক বিষয় ছিল পুলিশি অ্যাকশন, যেন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল। এসব ঘটনার পরেও আমরা প্রতিনিয়ত যানবাহন সংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছি। বিশেষ করে হেলপার যখন ড্রাইভারের ভূমিকায় থাকে। এ ছাড়া ছোট-বড় সব যানবাহনে ফিটনেসবিহীন অদক্ষ ড্রাইভার দেখা যায়। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাই, ফিটনেসবিহীন চালক কীভাবে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পায় এবং একজন হেলপার কীভাবে ড্রাইভারের আসনে বসে। এদিকে ট্রাফিক পুলিশ, সাজেন্ট সবাই দেখও না দেখার ভান করেন। যানবাহন চলাচলের সময় ড্রাইভার-হেলপারকে প্রায় দেখা যায় অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে। এতে করে যাত্রীরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। শুধু নাই নয়, বাস ও অন্যান্য যাত্রীবাহী পরিবহনের ড্রাইভার গাড়িতে ধূমপান করছে, মহিলা যাত্রী অনুরোধ করার পরও তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকছে না। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা জনসাধারণ ড্রাইভার ও হেলপারদের অনিয়ম থেকে মুক্তি চাই।

শামীম আহমেদ
মিরপুর, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছো? তোমাকেই বলছি...

†iRvë †Zv Le kxNB †ei"‡e| †f‡e‡Qv wK †Kv_vq fwZ n‡e?
†`‡k bwK †`‡ki evB‡i? miKwi bwK cvB‡fU?
†gwW‡Kj bwK BwÄwbqwis? wewG bwK mvwnZ¨? weÁvb bwK gvbweK?

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সকল তথ্যের জন্য আজই ব্রাউজ করো

www.VarsityAdmission.COM